শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

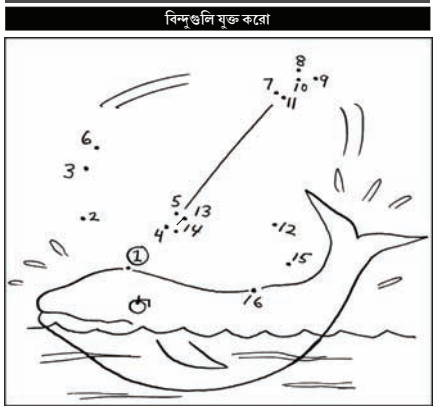

গোলক ধাঁধা

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

					8			
	5	9	6				1	
				1		9	5	6
		3	4				8	
4								3
	9				2	1		
1	7	6		2				
	8				6	5	4	
			7					

গতকালের সমাধান

2	1	9	5	8	6	4	3	7
5	3	6	4	2	7	9	1	8
4	8	7	9	1	3	5	6	2
9	7	2	6	3	4	8	5	1
6	5	1	2	7	8	3	9	4
8	4	3	1	9	5	2	7	6
1	9	4	7	5	2	6	8	3
3	6	5	8	4	1	7	2	9
7	2	8	3	6	9	1	4	5

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি ও ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৫২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।১৪, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।৪৮। **জোয়ার:** ভোর ৫.১৪। **ভাঁটা:** বিকাল ৫.৪৮।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	:	64.4053
INR / 1 Euro	:	68.4049
INR / 100 Jap. YEN	:	59.3900
INR/1 Pound Sterling	:	80.7192

শেয়ারসূচক

BSE	29,413.66	▼ -47.79
NIFTY	9139.30	▼ -11.50

কালনা-পান্ডুয়া রোডে ভাঙাচোরক সেতুতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত যানবাহন থেকে যাত্রীদের, মেরামতের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া: দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাচোরা সেতুর উপর দিয়েই চলাচল করে থাকে যানবাহন থেকে যাত্রীরা। সেতুর চারপাশের রেলিং ভেঙে গেছে বা চুরি করে নিয়ে গেছে রেলিংয়ের রড। তাই সেতুটি দিনের পর দিন ভাঙাচোরায় পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি বেহাল সেতুতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তাই দাবি উঠেছে বাইপাসের। সেতু মেরামতের কাজ শেষ হোক তারপরে ওই সেতুটি দিয়ে চলাচল করা যাবে। এই দাবিটি উঠেছে কালনা-পান্ডুয়া রোডে ভাঙা সেতু ঘিরে। জানা গেছে, ভেঙে পড়েছে ব্রিজের রেলিং। হেলে পড়েছে পিলার। বাধ্য হয়েই কালনার বেহুলা নদীর উপরে ভাঙা সেতুটির উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে যানবাহন থেকে শুরু করে সকল যাত্রীদের। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। অভিযোগ যে বহুদিন ধরে এই পাকা সেতুটির সংস্কার করা হয় না। তাই সেতুটি ক্রমশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই ভাঙা সেতুটি সরেজমিনে দেখতে কয়েকমাস আগে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি জানিয়েছেন যে আমি কথা বলেছি জরাজীর্ণ সেতুটি যাতে তাড়াতাড়ি করে মেরামত করা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কালনা ২ নম্বর ব্লকের কালনা-পান্ডুয়া ভায়া কুলটি রোডের বেহুলা নদীর উপরে এই বেহাল সেতুটি। এই সেতুটির উপরে নির্ভরশীল কালনা ২ নম্বর ব্লকের একচাকা, রাহাতপুর, রামেশ্বর, হাটগাছা, পিন্ডিরা গ্রাম। এই সেতুটির উপর দিয়েই পৌঁছতে হয় এইসব এলাকার মানুষজনদের। কালনা মহকুমা হাসপাতালে, মহকুমা আদালত সহ একাধিক অফিসের কাজে ও ছেলেমেয়েদেরকে স্কুল ও কলেজে। এই সেতু পেরিয়ে শুধু কালনা শহরেই নয় পান্ডুয়াতেও যেতে হয়। যদিও সেতুটি বেহাল হয়ে পড়ায় বহু দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ি ও বাস চলাচল। তাই চরম সমস্যা এলাকার মানুষের।

সোলার লাইটে আলোকিত করার কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা,কালনা : সাংসদের উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যে কালনা ২ নং ব্লকের অধীন ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সোলার লাইট দিয়ে আলোয় আলোকিত করার কাজ শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কালনা ২ নং ব্লক সভাধিপতি প্রণব রায় জানিয়েছেন সাংসদ সুনীল মণ্ডলের তার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যে এই কাজটি শুরু হয়েছে। এদিন তিনি এই সোলার লাইটের কাজ সম্পর্কে বলেন ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৪টি লাইট বসানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৫টি পয়েন্টে এই কাজটি করা হবে। একেকটি সোলার লাইটের খরচ পড়ছে ২৫০০ টাকা করে। প্রণব রায় আরও বলেন, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে রাতের বেলায় বহু জায়গাতে লাইটের ব্যবস্থা নেই তাই এই সোলার লাইটের কাজ হলে ভালই হবে বলে তিনি মনে করছেন।

কাকদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে জল সংকট চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : গরম আরও পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পানীয় জলের সংকট। জেলার কলকাতা লাগোয়া এলাকাগুলো ছাড়া অন্যান্য ব্লকগুলোতে সংকট বেশি যেমন কাকদ্বীপ মহকুমার বেশকিছু এলাকা, যেখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। জল আসছে খুব ধীরে। যার ফলে চাপ পড়ছে টিউবওয়েলগুলোর উপরে। তবে ব্লকের আধিকারিকরা বলছেন, বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়। এটা সাময়িক। সরকারের তরফে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বড় কিছু সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ভাগ্যলিপি

মেষ
প্রেম ও ব্যবসার ক্ষেত্রে দিনটা অত্যন্ত শুভ।

বৃষ
হঠাৎ কোনও সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দিনটি ভাল।

মিথুন
নিজের মনের কথা জানানোই এটাই সেরা সময়। কাছে পিঠে সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন।

কর্কট
হঠাৎ কোনও উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জন করবেন।

সিংহ
কোনও নারীর সাহায্যে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

কন্যা
পরিবারের দিকে আরও সময় দেওয়ার প্রয়োজন।

তুলা
কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

বৃশ্চিক
সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সহচার্য্য লাভ করবেন।

ধনু
নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর
দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

কুম্ভ
দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে কাজ শুরু করার পক্ষে এটাই সেরা সময়। সুযোগের সৎ ব্যবহার করুন।

মীন
আজ আপনার ইচ্ছাশক্তি চূড়ান্ত সীমায় থাকবে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিভিন্ন নদীবাঁধ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট : বর্ষা মরশুমের আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বিভিন্ন নদীবাঁধ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি বসিরহাটের ন্যাজাট থেকে নদীপথে সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন নদীর বাঁধ পরিদর্শন করেন। রাজ্য সেচ দফতরের ১০ জনের এক প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটের রায়মঙ্গল, বেতনী, ছোট কলাগাছি, বড় কলাগাছি সহ বিভিন্ন নদীর বাঁধ ঘুরে দেখেন ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। এদিন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য সরকার প্রাক বর্ষা মরশুমে যাতে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার নদীবাঁধ ভেঙে মানুষ বানভাসী না হয় তার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

বর্ষার আগে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আয়লার ক্ষত জড়ানো অঞ্চলে নদীবাঁধ নির্মাণে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে দুই জেলায় ২৫ থেকে ২৮ কিলোমিটার কংক্রিটের নদীবাঁধ দেওয়া হয়েছে বলেও এদিন জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন নদীগুলির ধারে প্রায় ৭০ কিলোমিটার নদীবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ বাম আমলে এই অঞ্চলের নদীবাঁধ নির্মাণে ৭০ কোটি টাকা জমা ছিল। কিন্তু সেই টাকায় কোনও নদীবাঁধ নির্মাণ করেনি তৎকালীন বাম সরকার।

ড্রআমরা বিধানসভায় মনিটরিং কমিটি তৈরি করেছি। বাম আমলের সেই টাকা কোথায় গেল তার তদন্ত হবে। মন্ত্রী বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ ব্লকের নদীগুলিতে প্রাক বর্ষার মরশুমে সাড়ে ১০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নদীবাঁধের পাশাপাশি সুন্দরবন সংলগ্ন নদীগুলি থেকে অবৈধভাবে যারা মাটি ও বালি চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন সেচমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ যারা নদীবাঁধের পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি ও বালি কেটে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজ্য সেচ দফতর ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছে।

যে কমিটি বিষয়টির প্রতি সদাসর্বদা নজর রাখবেন। এদিন সেচমন্ত্রী বসিরহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার নদীবাঁধ সরেজমিনে দেখার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনেন।

নদীবাঁধগুলির কাছে নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে ভাল করে খতিয়ে দেখে অবিলম্বে বাঁধ মেরামতির ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণেরও নির্দেশ দেন তিনি। ন্যাজাট থেকে হাটগাছি, রামপুর, কালীনগর, মসজিদবাড়ি, আতাপুর সহ বিভিন্ন এলাকার নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন। এদিন ঝুপখালি এলাকায় নদীবাঁধের কাজে ত্রুটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো মেনে বাঁধ নির্মাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি।

অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দাবি, সামগ্রিক উন্নয়নে সাফল্যই জয় এনে দেবে আমাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া : শুধুই এলাকার উন্নয়ন নয়, সামগ্রিক উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতব দাবি তৃণমূলের প্রধানের। কালনা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েত আগাগোড়াই তৃণমূলের দখলে। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অতসী ঘোষ ও পঞ্চায়েতের সঞ্চালক চিত্ত ঘোষ জানিয়েছেন, এলাকার মানুষ ৩৪টি বছর ধরে যে উন্নয়ন দেখতে পাননি সেই উন্নয়ন আজ এলাকা জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন। উন্নয়নের খতিয়ান তুলে চিত্ত ঘোষ জানিয়েছে, সাড়ে চার বছরে অকালপৌষ পঞ্চায়েত বহু প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, এখনও চলছে। একশো দিনের প্রকল্পে এই পঞ্চায়েত ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কাজ করেছে। এলাকাতে রাস্তা, পানীয় জলের জন্য কাজ সহ একাধিক কাজ করেছে। তবুও যেন এলাকার পানীয় জলের চরম সমস্যা রয়েছে। রয়েছে রাস্তার অভাব। আগামী দিনে পানীয় জলের জন্য প্রকল্প আর ঢালাই রাস্তার জন্য কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর সেই কাজটা করতে পারলে এলাকার মানুষের কাছে উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় সেই সবটাই পূরণ হবে। তিনি আরও বলেছেন, তাদের গ্রামে ৩টি বড় মাটির রাস্তা করা হয়েছে। ভল্লুকা গ্রামে টেকাতে নদির পাড় বাঁধানো হয়েছে। ঢালাই রাস্তা হয়েছে ১ কিমি। খরচ হয়েছে তেহাটা গ্রামে ৫ লক্ষ টাকা। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে ২৮টি। এর মধ্যে ২২টিতে নতুন ঘর তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে ২টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নতুন করে করা হয়েছে। পিএইচসি নেই। সজল ধারা একটি মাত্র সংখ্যালঘুদের জন্য আছে। শুধুই পানীয় জলের জন্য আছে প্রত্যেক গ্রামে টিউবওয়েল। জানা গিয়েছে মোট, ২৭৩টি টিউবওয়েল রয়েছে গ্রামে গ্রামে। এ ছাড়াও তিনি আরও জানিয়েছেন, তেহাটা গ্রামে একটি পিএইচই তৈরি করা হবে। প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই পঞ্চায়েত এলাকাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। রয়েছে একটি মাত্র তেহাটা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়। রয়েছে কৃষি ভাতা ১৫টি, এসটি ভাতা ৮০টি, মৎস্যজীবীদের ভাতা রয়েছে ৫৭টি। মোট ভাতা প্রাপকদের ভাতা রয়েছে ৪৬১টি। এ ছাড়াও আগামী দিনে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ২ থেকে ৩টি করে ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হবে। তবে চিত্ত ঘোষ জানিয়েছেন, আমাদের পঞ্চায়েতে বড় সমস্যা পানীয় জলের ও রাস্তার। অনেকটা করে উঠেছি। বাকি কাজটা করব বলে সকলের সহযোগিতা দরকার। এলাকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছি আমরাই। আর অন্যদিকে সিপিএমের সদস্যদের অভিযোগ যে, উন্নয়নের নামে টাকা লুঠ করেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত। তবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান অতসী ঘোষ বলেন যে দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে সিপিএম মানুষের জন্য কোনও কাজ করেনি। আরও জানা গিয়েছে, ২৮ হাজার লোকের বসবাস। এই পঞ্চায়েতে ১৫টি আসন সংখ্যা। এর মধ্যে সিপিআইএমএল-এর দলে একটি আসন, আর পিডিসি আই দলের সদস্যরা রয়েছে। বাকি তিনটিতে সিপিআই এমের দখলে রয়েছে। এই পঞ্চায়েতে গ্রামের সংখ্যা রয়েছে ১৮টি। বুথ সংখ্যা রয়েছে ১৮টি। লোকসংখ্যা রয়েছে ২৮ হাজার। প্রতিটি গ্রামে ২ থেকে ৩টি ঢালাই রাস্তা করা হবে বলে আগাম জানিয়ে দিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তবে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অতসী ঘোষ ও সঞ্চালক চিত্তপ্রসাদ ঘোষ বলেন, আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান দুটি সমস্যা এখনও রয়েছে। একটি হল পানীয় জলের সমস্যা। অপরটি হল রাস্তার সমস্যা। তবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের কথাই হবে ভোটের প্রচার। তারপরে আমাদের লোকের উন্নয়নের প্রচার। আমরা মনে করছি, ৩৪ বছর ধরে বাম আমলে সিপিএমের সরকার যা করতে পারেনি আমাদের তৃণমূলের সরকার কয়েকগুণ কাজ করেছে সাড়ে চার বছরে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গড়ার। আশা করছি, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উন্নয়নের নামে মিথ্যা ভাঁওতা দিচ্ছে এলাকার মানুষদের। স্বচ্ছ ভোট হলে আমরাই জিতব বলে মনে করছেন বামেরা। তবে দেখা যাক, ভোট শেষে কী দাঁড়াবে সেটাই এখন দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর কয়েকটা মাস।

১০০ দিনের প্রকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিষ্কারের নির্দেশ জেলা পরিষদের সভাধিপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা: এবার থেকে একশো দিনের প্রকল্পে জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়কে পরিষ্কার ও পরিচর্যা করা হবে। এরজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুইজন করে জর্বকার্ডধারী শ্রমিক নিতেই পারেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। মঙ্গলবার বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন যে কয়েকদিনের মধ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে চিঠি পৌঁছে যাবে। এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডুর এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শকরা। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন যে এই ধরনের উদ্যোগ নিশ্চিত মিশন নির্মল বাংলাকে আরও অনেকটাই এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একশো দিনের কাজে বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা ও গাছের পরিচর্যা রাখার জন্য একশো দিনের কাজে এই কাজটি অন্তর্গত করে আমরা খুশি, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও খুশি। জানা গিয়েছে যে প্রায় চার বছর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একশো দিনের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়কে পরিষ্কার ও পরিচর্যা করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার নির্দেশ থাকলে এই জেলাতে অন্য কোনও জেলাতেই কাজটি করা হয়নি। তাই পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের প্রশ্নে মাঝপথেই সভা ছেড়ে উঠে গিছিলেন। তাই সেই কথা মনে রেখেই বর্ধমান জেলার সভাধিপতি দেব টুডু নিজেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর পথে। সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন যে জেলাতে মোট ২৭৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৭২টি। মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় রয়েছে ৮৭৯টি। এসএসকে ও এসএমকে রয়েছে ১১০০টি। এছাড়াও রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেল যুবক। যার জেরে উত্তেজনা ছড়াল গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার নয়া মন্দির ঘাটে বুধবার সকালে। জানা গেছে, এদিন সকালে তিন বন্ধু হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার নয়া মন্দির ঘাট সংলগ্ন এলাকার সংলগ্ন একটি মাঠে খেলা করছিল। খেলার পরে তারা একসঙ্গে নয়া মন্দির ঘাটে স্নান করতে যায়। স্নান করে সবাই একসঙ্গে ফেরার পর দুই বন্ধুর পায়ে কাদা লেগে থাকায় তারা রাহুল ভট্টাচার্যকে বলে তুই এখানে বোস আমরা পা ধুয়ে আসছি। কিন্তু ১৮ বছরের একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাহুল বলে আমিও তোদের সঙ্গে থাকব। তারপর তিনজন আবার জলে নামে। হাওড়ার সালকিয়ার বাসিন্দা রাহুল সাঁতার জানত না। জলে নামায় সেই সময় জোয়ার আসে আর রাহুল তলিয়ে যায়। বন্ধুরা চিৎকার করলে স্থানীয়রা ছুটে আসে ও তারা গোলাবাড়ি থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসে ও নদীতে ডুবুরি নামে।

অসহায় শিশুদের পাশে এসে দাঁড়াল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: হাওড়া ডুমুরজলার দেবমাল্য সেবাশ্রমের অসহায়, দরিদ্র শিশু ও ছেলেমেয়েদের পাশে এসে দাঁড়াল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'এগিয়ে বাংলা'। হাওড়া ধাড়সার এগিয়ে বাংলা সংগঠন (এনজিও) ইতিমধ্যেই গুটিগুটি পায়ে চলতে চলতে নানা সামাজিক কাজে ব্রতী হয়েছে। দেবমাল্য সেবাশ্রমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেক, ডিম, মিষ্টি, বিস্কুট, পেন, চকলেট ও নানা উপহার তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি রাহুল অধিকারী জানান, ইতিমধ্যেই তারা রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ করেছেন। বর্ষা আসার আগে নর্দমা ও অপরিষ্কার জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েছেন ও ডেঙ্গু সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। মানুষের সাহায্যে আরও এগিয়ে যেতে চান তারা বলে রাহুলবাবু জানিয়েছেন।

ঝুঁকি নিয়ে ঘোড়ামারা দ্বীপে যাতায়াত, উন্নয়নের আশায় দ্বীপবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : ঘোড়ামারা দ্বীপে যাতায়াত করতে হয় ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে। মুড়িগঙ্গা নদীতে বালির চর অন্যদিকে প্রবল দখিনা বাতাস। একটিমাত্র ট্রলার চলে।

বিশেষ বিশেষ দিনে যাত্রীসংখ্যা বেশি। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। তাই কখনও কখনও একটু বেশি যাত্রী নিতে হয়। ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দা প্রাক্তন শিক্ষক সতীন্দ্র জানা বলেন, দ্বীপের লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার। পূর্বতন সরকার এই দ্বীপ বাঁচানো যাবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান সরকার চেষ্টা করছেন ঘোড়ামারা দ্বীপকে বাঁচিয়ে রাখার। তবে উন্নয়ন কিছু হয়নি। যাতায়াতের সরকারি কোনও ব্যবস্থা নেই। ঝুঁকি থাকলেও তো পারাপার করতে হবে। ঈশ্বরই ভরসা।

CHANGE OF NAME

I, RANJAN ROY S/O MADAN MOHAN ROY R/O HATKHOLA DAIBAKPARA CHANDANNAGAR DISTT-HOOGHLY PIN-712136 IN THE STATE OF WEST BENGAL BY PROFESSION BUSINESS SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJAN RAY S/O MADAN MOHAN RAY VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 18.04.2017

সংশোধনী

১৯.০৪.২০১৭ তারিখে এই পত্রিকায় রেডাক সিন্ডিকেট লিঃ-এর বিজ্ঞাপনে কোম্পানির ওয়েবসাইট jardineshunderson.com প্রকাশিত হয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট jardineshunderson.com -এর পরিবর্তে www.rydaksyndicate.com পড়তে হবে।